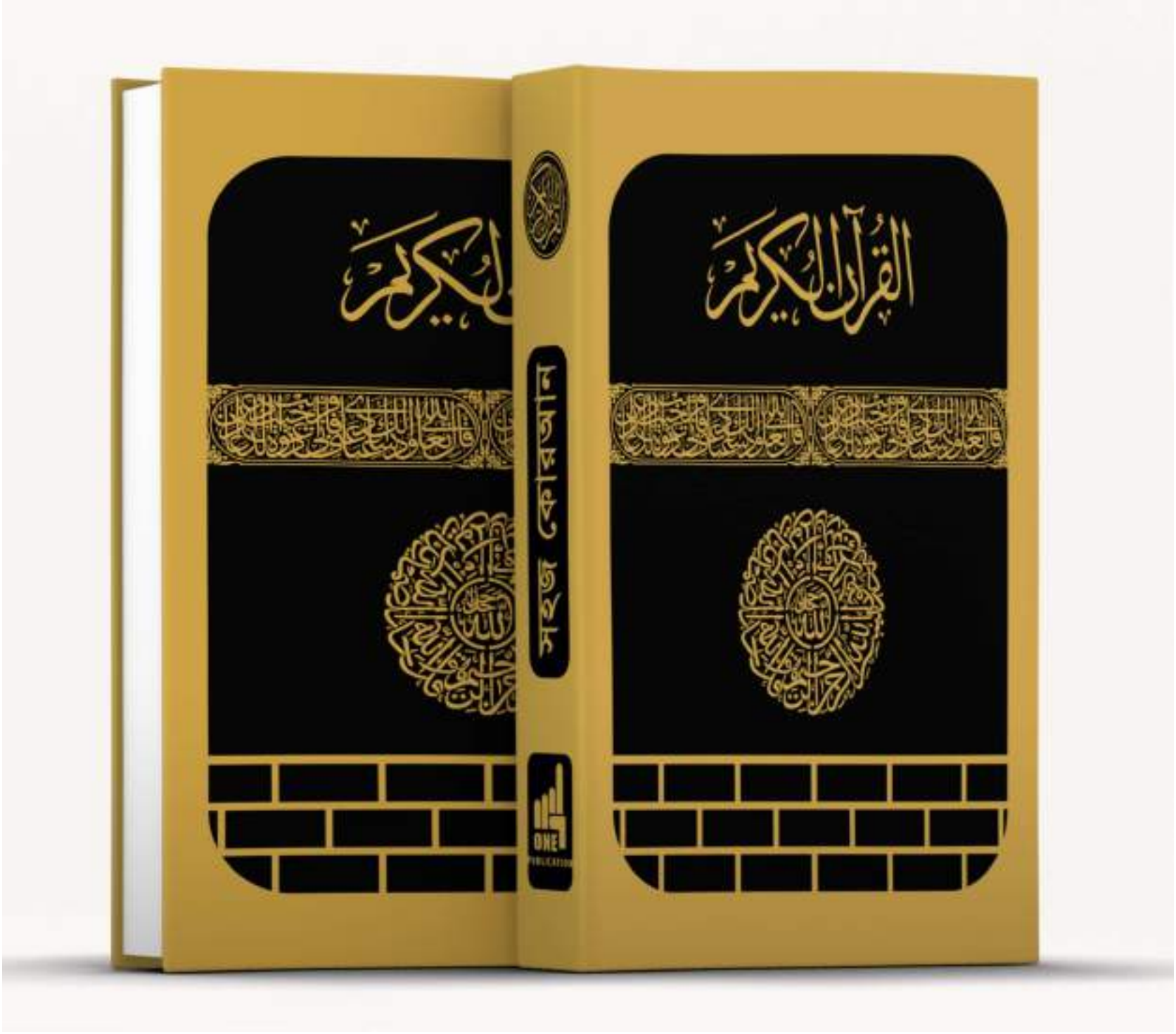

CamScanner

সুবহান আল্লাহ..! ফেরেশতারা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যায়

বান্দা যখন এই তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহর প্রশংসা করে ফেরেশতারা তখন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যায় এই তাসবীহর নেকী কি লিখবে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করে।

তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ফেরেশতাদের বলেন এটা এভাবেই লিখে রাখো! বান্দার সাথে আমার সাক্ষাতকালে আমি তাকে এর সওয়াব (পুরষ্কার) দিবো।

তাসবীহ টি হলো:
ইয়া রব্বি! লাকাল হামদু কামা-ইয়ামবাগী লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া লি আজীমি সুলত্বনিক।
[ইবনে মাজাহ -৩৮০১]

অর্থ : হে আমার প্রভু ! আপনার মহিমান্বিত চেহারা এবং আপনার রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা শুধু আপনার জন্য ।

আল্লাহর পরিপূর্ণ ভালোবাসা লাভের দো'য়া

রাসুলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন,
দাউদ (আ:) সবসময় দো'য়াটি করতেন।

'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আছআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাই ইয়ুহিব্বুকা ওয়াল 'আমালাল্লাযী ইয়ুবাল্লিগুনী হুব্বাকা; আল্ল-হুম্মাজ'আল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়্যা মিন নাফছী ওয়া আহলী ওয়া মিনাল মা-ইল বা-রিদ।'
[তিরমিযী-২৯১০]

অর্থ : হে আল্লাহ!
আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা চাই এবং যে তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসাও প্রার্থনা করি।
আর এমন আমল করার সামর্থ্য চাই যা তোমার ভালোবাসা পাওয়ার দরজায় পৌঁছে দেবে।

হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসাকে আমার নিজের জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও।

CamScanner

"আফিয়াহ" সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যপক অর্থবোধক দো'য়া

আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আ-ফিয়াহ।
অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে "আফিয়াহ" চাই।

"আফিয়াহ" বলতে কী বুঝায়?
- আফিয়াহ অর্থ দু:খ কষ্ট থেকে মুক্ত থাকা।
- যদি আপনি সুস্থ থাকেন, আপনি আফিয়াহতে আছেন।
- যদি প্রয়োজন মাফিক রিযিক থাকে আপনার, যদি জীবনকে আপনি উপভোগ করতে পারছেন, যদি আপনার সন্তানেরা সুরক্ষিত থাকে সবধরনের অনিষ্টতা থেকে, আপনি আফিয়াহতে আছেন।
- যদি আপনাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদি দেয়া না হয় কোন শাস্তি বা আযাব, আপনি আফিয়াহতে আছেন।

সুবহানাল্লহ! সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যপক অর্থবোধক দো'য়া। আপনি আফিয়াহ চাচ্ছেন, মানে আপনি আল্লাহকে বলছেন, তিনি যেন আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন যে কোন যন্ত্রনা, কষ্ট, অসচ্ছলতা, ক্ষতি ও পরীক্ষা থেকে দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয় মুসিবত থেকে।

আব্বাস (রা:) কে যখন রাসুলুল্লাহ (সা:) এই দো'য়াটির কথা বললেন, তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এত ছোট দো'য়া, আমি তো আরও বড় কিছু চেয়েছিলাম।

রাসুলুল্লাহ (সা:) জবাব দিয়েছিলেন- প্রিয় চাচা! আল্লাহর কাছে 'আফিয়াহ' চান। "আফিয়াহ" এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। *[তিরমিযি ৩৫১৪]*

আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল)

"যখন তুমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।"
[সূরা আলে ইমরান-১৫৯]

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"
[সূরা তালাক্ব: ২-৩]

CamScanner

আল্লাহ-ই যথেষ্ট:

"হাসবিইয়াল্ল-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযীম।"

[সূরা তাওবা:১২৯]

অর্থ: আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নাই, আমি তাঁর উপরই ভরসা করি, আর তিনি মহান আরশের রব।

ফযিলত: যে ব্যক্তি দো'য়াটি সকাল বেলা সাতবার এবং বিকালবেলা সাতবার বলবে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তাভাবনার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট হবেন।

[আবু দাউদ-৫০৮১]

আল্লাহ লজ্জাশীল ও মহান দাতা

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: তোমাদের আল্লাহ লজ্জাশীল ও মহান দাতা, কোন বান্দা দু'হাত উঠালে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

[তিরমিযী-৩৫৫৬, আবু দাউদ-১৪৮৮]

"নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"

[তিরমিযী- ৫/৫৫৬; ইবনু মাজাহ-২/১২৭১]

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: কোন ব্যক্তি যদি অভাবী হয়, অতঃপর তার অভাবের কথা মানুষের কাছে পেশ করে, তবে তার অভাব দূর করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর কাছে পেশ করে, অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাকে অভাব মুক্ত করে দিবেন। *[আবু দাউদ]*

কি চমৎকার একটি কুরআনিক দো'য়া!

"রব্বিস রহলী ছদরী। ওয়া ইয়াছছির লী আমরী। ওয়াহলুল 'উক্বদাতাম মিল লিছা-নী। ইয়াফক্বহূ ক্বওলী"।

[সূরা ত্বো-হা:২৫-২৮]

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।'

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: "বান্দা সিজদা অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা অধিক মাত্রায় (ঐ অবস্থায়) দো'য়া করো। *[মুসলিম-৪৮২, আবু দাউদ-৮৭৫]*

CamScanner

কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পাবার অত্যন্ত সহজ দো'য়া:

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:
যে ব্যক্তি হজরত ইউনুস (আ:) এর ভাষায় দো'য়া করবে, সে যে সমস্যায়ই থাকুক আল্লাহ তা'য়ালা তার ডাকে সাড়া দিবেন।
[তিরমিযী-৩৫০৫]

লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জ-লিমীন।
[সূরা আল আম্বিয়া-৮৭]
অর্থ: আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমালংঘনকারী।

কঠিনতর বিপদ থেকে মুক্তি পেতে রাসূলুল্লাহ (সা:) যে দো'য়া পড়তেন।

"ইয়া-হাইয়্যু ইয়া-কুইয়্যুম বিরহমাতিকা আস্তাগীছ"
অর্থ: হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার নিকটে সাহায্য চাই।
[তিরমিযী, মুসতাদরাকে হাকেম, মিশকাত]

রাতের শেষ তৃতীয়াংশের দো'য়া:

"প্রতি রাতে যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের প্রতিপালক পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন। তখন তিনি বলেন: কে আছে আমার কাছে দোয়া করবে আমি কবুল করবো, কে আছে আমার কাছে তার যা দরকার প্রার্থনা করবে, আমি তাকে তা দিয়ে দিবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি ক্ষমা করে দিবো"।
[বুখারী-১১৪৫, ৬৩২১, মুসলিম-৭৫৮]

সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস:

" নিঃসন্দেহে এটি (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য" । *[বুখারী-৫০১৩/৫০১৫, মুসলিম-৮১১, ৮১২]*

রাসুল (সা:) সূরা ফালাক্ব ও নাস দিয়ে জ্বিন ও বদনজর থেকে (আল্লাহর) কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।
[তিরমিযী-৩২০৫৮]

মন্দভাগ্য থেকে রক্ষা পেতে কোন দো'য়া করবেন

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: ভাগ্য পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত।
[ইবনে মাজাহ, মিশকাত]

CamScanner

"দো'য়া ছাড়া আর কিছুই তাকদীর উল্টাতে পারে না।
মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায়।
অনেক সময় মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক
থেকে বঞ্চিত হয়।"
[মুসতাদরাকে হাকিম- ১/৬৭০; তিরমিযী- ৪/৪৪৮]

'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন জাহদিল বালা-ই ওয়া দারকিশ
শাক্ব-ই ওয়া সূইল ক্বদ্ব-ই ওয়া শামা তাতিল আ'দা-।
[বুখারী : ৭/১৫৫, মুসলিম : ২৭০৭]

*অর্থ: হে আল্লাহ, অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরাবস্থা,
দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দভাগ্য এবং দুশমনের হাসি থেকে
রক্ষা কামনা করছি।*

ঋণ পরিশোধের দো'য়া

আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাঝানি,
ওয়াল 'আজঝি ওয়াল কাছালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া
দ্বলা'ইদ্দাইনি ওয়া গলাবাতির রিজা-ল। *[বুখারী-২৮৯৩]*

*অর্থ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ
থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে,
ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।"*

পাহাড় সমপরিমান ঋণ থেকে মুক্তি লাভের দো'য়া

আল্ল-হুম্মা ফা-রিজাল হাম্ম, ওয়া কা-শিফাল গম্ম, ওয়া মুজীবা
দা'ওয়াতিল মুদ্বত্বর্‌রীন, রহমা-নাদ্দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরহ ওয়া
রহীমাহুমা, আনতা তারহামুনী ফারহামনী বিরহ্‌মাতিন্
তুগনিনী বিহা- 'আন রহমাতি মান ছিওয়া-ক।
[মুসতাদরাকে হাকেম-১৮৯৮]

*অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি পেরেশানি দূর করার মালিক,
যত চিন্তা আছে সব চিন্তা লাঘবকারী, যারা দুর্দশাগ্রস্ত হতে হতে
দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে সে সকল নিরুপায় মানুষের আহবানে সাড়া
দানকারী, দুনিয়া এবং আখিরাতে আপনি রহমান, উভয় জগতে
আপনি রাহিম, আপনি আমাকে দয়া করেন,
সুতরাং আমাকে এমন অনুগ্রহ দ্বারা দয়া করুন,
যা আপনি ছাড়া অন্য সবার অনুগ্রহ থেকে আমাকে সম্পূর্ণ
অমুখাপেক্ষী করে দিবে।*

CamScanner

তিনটি আমল আপনাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে

১) আয়াতুল কুরসি প্রতি ফরজ নামাজের পর (১বার)।
২) সূরা মূলক প্রতি রাতে (১বার)।
৩) সাইয়েদুল ইস্তেগফার (সকাল-বিকাল ১বার করে)।

আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াত)

(যে আমল করলে মৃত্যুর পরে সরাসরি জান্নাত):
যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে যেতে তার আর কোন বাধা নেই।
[নাসাঈ-৯৮৪৮]

মূলক

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন: কুরআনের ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা আছে - যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে এবং শেষবধি তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, সেটা হচ্ছে তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মূলক (সূরা: মূলক)।
[আবু দাউদ-১৪০০, তিরমিযী- ২৮৯১]

সাইয়েদুল ইস্তেগফার

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন: 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাইয়েদুল ইস্তেগফার পাঠ করবে দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে।'
[বুখারী-৬৩০৬, আবু দাউদ-১৪০০]

উচ্চারণ: আল্ল-হুম্মা আনতা রববী লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা খলাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্ব'তু, 'আউযুবিকা মিন শাররিমা- ছনা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূউলাকা বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আনতা।

সূরা কাহফ (সূরা নং-১৮)

যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'য়ালা এ জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার জন্য নূরের আলো দ্বারা আলোকিত করে রাখবে,
যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করবে- সে দাজ্জালের ফেৎনা হতে রক্ষা পাবে।
[মুসলিম-৮০৯, আবু দাউদ-৪৩২৩]

CamScanner

আমানার রাসূল (সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত: ২৮৫-২৮৬)

যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা: বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়বে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।
[বুখারী-৫০০৯, মুসলিম- ৮০৭,৮০৮]

তাকদির

"কোন কিছুই তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারে না, দো'য়া ব্যতীত। নিশ্চয় যে বিপদ নাযিল হওয়ার কথা ছিল, দো'য়ার কারণে তা উঠিয়ে নেয়া হয়, যে নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল না, তা অবতীর্ণ করা হয়। হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা বেশী বেশী দো'য়া কর।"
[তিরমিযী-২১৩৯]

আল্লাহর ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম:

ইবলিস তার রবকে বলেছে: আপনার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম, আমি বনি আদমকে ভ্রষ্ট করতেই থাকবো যতক্ষণ তাদের মধ্যে রুহ থাকে। আল্লাহ বলেন: "আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম, আমি তাদের ক্ষমা করতে থাকবো যতক্ষণ তারা আমার নিকট ইস্তেগফার করে।" *[আহমাদ-১১২৩৭]*

দিনে এক হাজার পূণ্য অর্জন

রাসূল (সা:) থেকে বর্নিত: যে ব্যক্তি একশত বার *'সুবহানআল্লাহ'* বলবে তার জন্য (আমল নামায়) এক হাজার পূণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে।
[মুসলিম-২৬৯৮]

অবশ্যই ভালো কাজ সমূহ মুছে ফেলে মন্দ কাজ সমূহকে।
[সূরা হুদ:১১৪]

আল্লাহর চারটি প্রিয় কালাম

আল্লাহর নিকট প্রিয় কালাম হলো চারটি- সুব্হা-নাল্ল-হি, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি, ওয়া লা- ইলা- হা ইল্লাল্ল-হু, ওয়াল্ল-হু আকবার। *[মুসলিম-২১৩৭, ইবনে মাজাহ-৩৮১১]*

রহমানের বান্দা কারা?

'রহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। *[ফুরক্বান :৬৩]*

CamScanner

ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার-১

যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে ইস্তেগফার করবে আল্লাহপাক তার সকল সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দিবেন,সকল দুঃশ্চিন্তা মিটিয়ে দিবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিযিকের সংস্থান করে দিবেন। *[আবু দাউদ-১৫১৮, ইবনে মাজাহ-৩৮১৯]*

"(হে নবী) নিজের ত্রুটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" *[সূরা মুহাম্মদ: ১৯]*

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। *[সূরা নিসা:১০৬]*

অতঃপর তুমি তোমার রবের প্রশংসা করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অবশ্যই তিনি তাওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) কবুলকারী। *[সূরা নাসর:৩]*

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন: সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অপর এক জাতিকে প্রেরণ করতেন, যারা পাপ করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা চাইতো আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। *[মুসলিম-২৭৪৯]*

ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার-২

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট আন্তরিকভাবে তাওবা করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। *[সূরা আত্ তাহরীম: ৮]*

রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: যে ব্যক্তি বলে:
"আস্তাগফিরুল্ল-হাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-
হুওয়াল হাইয়্যুল কুইয়্যুমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।"
-তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এমনকি সে রণক্ষেত্র হতে পলায়ণ করার মতো পাপ করলেও।
[আবু দাউদ-১৫১৭, তিরমিযী:-৩৫৭৭]

তুমি যেখানে অবস্থান কর না কেন আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভালো কাজ করো যা তাকে (মন্দ কাজ সমূহকে) মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার কর। *[তিরমিযী-১৯৮৭]*

CamScanner

প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তওবাকারী। *[তিরমিযী-২৪৯৯]*

৪ বাক্যের বিশেষ একটি জিকির

"সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খলক্বিহী ওয়া রিদ্ব-নাফসিহী ওয়া ঝিনাতা 'আরশিহি ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ।"

অর্থ : আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাসমেত পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার পরিমাণ, তিনি সন্তুষ্ট হওয়া পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন সমপরিমাণ, তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করার কালির পরিমাণ।

ফযিলত : এই চারটি বাক্য তিনবার পড়লে যদি এগুলোকে ওজন করা হয় তবে সারাদিনের সমস্ত ওজিফার চেয়ে এগুলোই (ওজনে) বেশি ভারি হবে। *[মুসলিম-২৭২৬]*

ধ্বংস এমন সব ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং পেছনে নিন্দা করতে অভ্যস্থ। *[হুমাযাহ :০১]*

বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে এই দো'য়া পড়লে কি ঘটে?

"বিসমিল্লা-হি তাওয়াককালতু 'আলাল্ল-হি ওয়া লা- হাওলা ওয়া লা-কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।"

[আবু দাউদ-৫০৯৫, তিরমিযী, নাসাঈ-৩৪২৬]

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি)। আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই ।

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় দো'য়াটি পড়ে, তাকে বলা হয়, তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল। আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। ফলে শয়তান অন্য শয়তানকে বলে যে, ঐ ব্যক্তির উপর তোমার কর্তৃত্ব কিরূপে চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা হয়েছে এবং যাকে (সকল অমঙ্গল) থেকে বাঁচানো হয়েছে?

সবচেয়ে ভালো আমল

সবচেয়ে ভালো আমল হচ্ছে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো'। *[বুখারী-১২, মুসলিম-৩৯]*

বাজারে প্রবেশের পূর্বে যেই দো'য়া পড়লে

১০ লাখ নেকি অর্জন ও ১০ লাখ গুনাহ মাফ হয়

"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারী-কা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহই- ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা- ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খইরু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।"

[তিরমিযী-৩৪২৮, ইবনে মাজাহ-২২৩৫]

ফযীলত : রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এ দো'য়া পড়ে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির আমল নামায় ১০ লাখ নেকি লিখে দেন এবং ১০ দশ লাখ গোনাহ মাফ করে দেন। ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।

চার জন গোলাম আযাদ করার সওয়াব

লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকালাহূ, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শায়ইন ক্বদীর।

[বুখারী-৬৪০৪, মুসলিম-২৬৯৩]

ফযিলত: রাসুল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দো'য়াটি দশবার পাঠ করবে সে ইসমাঈল (আ:) এর বংশের চারজন দাসকে মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে।

অবহেলিত গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ : সালাতুত দোহা/ চাশত/ ইশরাক

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

'সকালে তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদাকা করা আবশ্যক। প্রতিটি তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) সাদাকা, প্রতিটি তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) সাদাকা। প্রতিটি তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) সাদাকা, প্রতিটি তাকবির (আল্লাহু আকবার) সাদাকা। সৎ কাজের আদেশ দেয়া সাদাকা। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদাকা। আর এগুলোর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে চাশতের ২ রাকাআত নামাজ আদায় করা। *[মুসলিম-৭২০]*

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্'-এর ফজিলত-১

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্' (গুনাহ মাফ, ওজনে ৭ আসমান ৭ জমিনের চেয়ে বেশী ভারী, সর্বোত্তম যিকির)

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: কোন মুসলমান যখন 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্' (অর্থাৎ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই) বাক্যটি পড়তে থাকে তখন ঐ বাক্যটি আকাশ সমূহ ছেদ করে আল্লাহর সামনে গিয়ে পৌঁছায়।

CamScanner

আল্লাহ তখন বলেন 'স্থির হও'। তখন বাক্যটি বলে- আমি কী করে স্থির হবো। যে আমাকে উচ্চারণ করেছে তাকে এখনো মাফ করা হয় নি। তখন আল্লাহ বলেন আমি তোমাকে এমন লোকের জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছি, উচ্চারণের আগেই যাকে মাফ করে দিয়েছি। *[বুখারী : হাদিসে কুদসী]*

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্'-এর ফজিলত-২

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, হযরত মূসা (আ:) একদা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে বলেন, হে আমার রব! আমাকে এমন একটি বিষয়ে শিক্ষা দান করুন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে আহ্বান করব।

আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, 'হে মূসা! বলো, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্।' মূসা (আ:) বললেন, ইহাতো আপনার সকল বান্দাই বলে থাকে। আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা, আমি ব্যতীত সপ্তাকাশ, সপ্তজমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তাহা যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্' অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ্'-এর পাল্লা ভারী হবে।
[তিরমিযী-১৯৩৬, ইবনে হিব্বান-৬২১৮]

দুরুদ ও সালাম

"নি:সন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দুরুদ (রহমত) প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দুরুদ ও সালাম পেশ কর।" *[সূরা আহযাব : ৫৬]*

"আল্ল-হুম্মা সল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- সল্লাইতা 'আলা- ইবর-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবর-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

আল্ল-হুম্মা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- বা-রকতা 'আলা- ইবর-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইবর-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।"

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম (আ:) ও তাঁর পরিজনের প্রতি, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ আপনি বরকত নাযিল করুন, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর পরিজনের প্রতি যেভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম (আ:) ও তাঁর পরিজনের প্রতি, নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

CamScanner

দুরুদের ফযিলত সম্পর্কিত হাদিস সমূহ:

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন এবং তার দশটি গুনাহ মাফ করা হবে, আর তার মর্যাদা দশগুণ উচ্চ করা হবে।" *[নাসাঈ-১২৯৬]*

"সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার সম্মুখে আমার নাম উল্লেখ হয়, অথচ সে আমার নামে দুরুদ পাঠ করে না।"
[তিরমিযী-৩৫৪]

যবানে ছোট- মিযানে (পাল্লায়) ভারি

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:
দুইটি কালেমা এমন যা যবানে (উচ্চারণ করতে) সহজ, (কিয়ামত দিবসে) ওজনে ভারী, তা করুণাময় আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়, কালেমা দুটি হচ্ছে- "সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্ল-হিল 'আযীম"। *[বুখারী-৭৫৬৩, মুসলিম-২৬৯৪]*

জাহান্নাম থেকে রক্ষা ও জান্নাতে যাওয়ার সহজ আমল

"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা
ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্না-র।"
অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই
এবং জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।

রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ৩ বার জান্নাত প্রার্থনা করে, জান্নাত আল্লাহর কাছে দো'য়া করে, হে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করো।

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ৩ বার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, জাহান্নাম আল্লাহর কাছে দো'য়া করে, হে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও"।
[তিরমিযী-২৫৭২, ইবনে মাজাহ-৪৩৪০]

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বদনজর লেগে যায়

তাই সাবধান ..! যেচে পরে নিজের নিয়ামত, আমল, রিযিক যেন না দেখাই সবাইকে। নিজেও কারো কিছু দেখে মুগ্ধ হলে বা জেলাস ফিল করলে যেন বরকতের দো'য়া করে দেই। অন্যের ক্ষতির কারণ না হই।
রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "বদ নজর সত্য"। *[বুখারী- ১০/১১৩]*

CamScanner

কোন বস্তু যদি তাক্বদীরকে অতিক্রম করতো তবে তা হতো বদ নজর। *[তিরিমিযী- ২০৫৯, আহমাদ- ৬/৪৩৮]*

তিনি আরও বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে তাক্বদীরের মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃত্যু হবে বদ নজর লাগার ফলে"। *[বুখারী]*

"বদ নজর মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং উটকে পাতিলে।" *[সহীহ আল জামেঃ শাইখ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন- ১২৪৯]*

আল্লাহই রিযিক দাতা

"এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দিবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন।" *[সূরা আত-তালাক: ২-৩]*

কখন আল্লাহ খুব দ্রুত দো'য়া কবুল করে থাকেন বা বেশি কবুল হয়...

"অতঃপর যখন তোমরা নামায শেষ কর, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির কর" *[সুরা নিসা-১০২]*

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: বান্দা সিজদার অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা অধিক মাত্রায় (ঐ অবস্থায়) দো'য়া কর। *[মুসলিম- ৪৮২, আবূ দাউদ- ৮৭৫]*

"যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বলে: "লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকালাহূ, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শায়ইন ক্বদীর। সুবহা-নাল্ল-হি, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি, ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু, ওয়াল্ল-হু আকবার। ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা- কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযীম। রব্বিগফির লী।"

[বুখারী-ফাতহুল বারী- ১১৫৪, ইবনে মাজাহ্- ২/৩৩৫]

ফযিলত: তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদি সে দো'য়া করে, তবে তার দো'য়া কবুল হবে। যদি সে উঠে ওযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হবে"।

যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চাইবে, কেননা সে একটি ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা কোনো গাধার স্বর শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইবে, কেননা সে শয়তান দেখেছে"।
[বুখারী- ৩৩০৩, মুসলিম- ২৭২৯]

এছাড়াও লাইলাতুল ক্বদরের সময় দো'য়া, যমযম পানি পান করার আগে দো'য়া, মজলুমের দো'য়া, অসুস্থ ব্যক্তির দো'য়া, সন্তানের জন্য পিতার দো'য়া, আরাফার দো'য়া, অসহায় বিপদগ্রস্থের দো'য়া, রোযাদারের দো'য়া, ইফতারীর আগের দো'য়া, জুমুয়ার দিনে বিশেষ একটা সময়ের দো'য়া, অনুপস্থিত মুসলিমের জন্য যে দো'য়া করা হয় সেটাও তার জন্য কবুল করা হয়।

রাসূল (সা:) এর চিকিৎসা:

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: 'তোমরা কালোজিরা নিজেদের জন্য ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা, মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় এর মধ্যে রয়েছে।'
[তিরমিযী: ২০৪১]

কোরআন তেলাওয়াতের ফযীলত:

আল্লাহ তায়ালা বলেন : "নিশ্চয় এ কুরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে"
[সূরা আশ-শু'আরা-১৯২]

'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'
[সূরা আলাক্ব : ১]

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ।"
[তিরমিযী হা/১৯১০]

"কেয়ামতের দিন কোরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষরে অক্ষরে ও শব্দে শব্দে স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়ায় স্পষ্টভাবে পড়তে। কেননা তোমার স্থান শেষ আয়াতের কাছে, যা তুমি পাঠ করবে।"
[মিশকাত : ২০৩১]

CamScanner

রাসূল (সা.) বলেছেন,

তোমরা কোরআন পাঠ কর। কেননা, তা কেয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী রূপে আসবে।

[মুসলিম: ১৯১০]

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত– যে তা রাতে পড়বে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। *[বুখারী: ৫০১০, মুসলিম: ৮০৭]*

যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, আয়াতুল কুরসি পড়বে। তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন নেগাহবান থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না, যাবৎ না তুমি ভোরে ওঠো।

[মিশকাত : ২০২১]

যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল থেকে নিরাপদ রাখা হবে।

[মুসলিম: ৮০৯, আবু দাউদ: ৪৩২৩]

পিতা-মাতাকে গালি দিবেন না:

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন:

কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে লা'নত করা।

জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোন লোক কীভাবে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন: সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়।

[বুখারী: ৫৯৭৩]

হালাল রিযিক প্রার্থনার দো'য়া:

আল্ল-হুম্মাক ফিনী বিহালা-লিকা 'আন হার-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়া-ক।

[তিরমিযী-৩৫৬৩]

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট দান কর। (হালাল রুযিই যেনো আমার জন্য যথেষ্ট হয়) এবং হারামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন ও প্রবনতাবোধ না করি এবং তোমার অনুগ্রহ অবদান দ্বারা তুমি ব্যতীত অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

CamScanner

হারিয়ে যাওয়া কিছু সুন্নাহ যা আমরা ভুলেই গেছি!

১) খুব খুশি হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়া। *[যাদুল মা'আদ-১/২৭]*

২) ফজরের সালাতের পর সালাতের স্থানে বসে তসবি পড়া। অতঃপর সূর্য উঠার পর দুই রাকাআত সালাত আদায় করা। *[তিরমীযি-৫৮৬]*

৩) রাতে অজু অবস্থায় ঘুমানো। *[ফাতহুল বারি- ১১/১১০]*

৪) মানুষের মাঝে বিবাদ মিটিয়ে দেয়া। *[মুসনাদে আহমাদ]*

৫) কোনো কিছু জানা না থাকলে স্বীকার করা যে, আমি জানি না। *[বায়হাকী]*

৬) করযে হাসানা(সুদ বিহীন ঋণ) দেয়া। *[বুখারী]*

৭) রাতে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে নির্জনে হাঁটা। *[বুখারী]*

৮) স্ত্রীর রান্না করা হালাল খাবারের দোষ না ধরা। খেতে মন না চাইলে চুপ থাকা। *[মুসলিম]*

৯) ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত না খাওয়া। *[বায়হাকি-৪২৮]*

১০) যতই ভালো খাবার হোক ভরা পেটে না খাওয়া। *[তিরমিযী-২৪৭৮]*

১১) বৃষ্টি আসলে দো'য়া করা। *[সহীহ বুখারী-১০৩২]*

১২) মাঝে মাঝে বিপদে আকাশের দিকে মাথা তোলা। আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের কষ্টগুলো আল্লাহকে বলা। *[মুসলিম-২৫৩১]*

১৩) বাসা থেকে বের হওয়ার সময় এবং বাসায় ফিরে দুই রাকাআত সালাত আদায় করা। *[মুসনাদে বাযযার-৮৫৬৭]*

১৪) দ্বীনের দাওয়াত সহজ করার উদ্দেশ্যে নতুন একটি ভাষা শিখা। *[মুসনাদে আহমাদ]*

১৫) বাড়িতে অজু করে রুমাল দিয়ে হাত পা মুছে মসজিদে জামায়াতে যাওয়া। *[তাবরানী-৬১৩৯]*

১৬) নফল ও সুন্নাহ সালাতগুলো নিজের ঘরে পড়া। *[বুখারী-৭৩১]*

১৭) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতা না পরা। *[আবু দাউদ- ৪১৩৫]*

১৮) মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটা। *[আবু দাউদ- ৪১৬০]*

CamScanner

দো'য়া কবুল হওয়ার স্থান, ক্ষেত্র ও সময়:

সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর, সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে দো'য়া করলে দো'য়া কবুল হয়। *[মুসলিম-৮০৬]*

জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুম ব্যক্তির দো'য়া কবুল হয়। *[তিরমীযি-৩৪৪৮]*

সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের দো'য়া কবুল হয়। *[তিরমীযি-৩৪৪৮]*

পিতা-মাতার জন্য (পিতা-মাতার মৃত্যুর পর) নেককার সন্তানের দো'য়া কবুল হয়। *[আবু দাউদ-২৮৮০]*

ন্যায়পরায়ণ শাসকের দো'য়া কবুল হয়। *[তিরমীযি-২৫২৬]*

বিপদে পতিত হলে যে দো'য়া পড়া হয় (ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি র-জি'উন) এবং (আল্লু-হুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফলী খইরম মিনহা...) তখন সেই দো'য়া কবুল হয়। *[মিশকাত-১৬১৮]*

সিজদারত অবস্থায় দো'য়া কবুল হয়, রাসূল (সা:) বলেন: সিজদায় বেশি বেশি করে দো'য়া কর, কেননা সিজদা হচ্ছে দো'য়া কবুলের উপযুক্ত সময়।" *[নাসায়ী: ১০৪৫]*

হজ্জের স্থানসমূহে (আরাফাহ, মুজদালিফা, মিনা) দো'য়া কবুল হয়। *[ইবনে মাজাহ-২৮৯২]*

শেষ রাতের দো'য়া, তাহাজ্জুদের সময়কার দো'য়া কবুল হয়। *[বুখারী-১১৪৫]*

জুম্মার দিনে দো'য়া কবুল হয়, আসরের শেষ দিকে সেই বিশেষ মুহূর্ত তালাশ করার জন্য নির্দেশ আছে। *[নাসায়ী-১৩৮৯]*

ফরয সালাতের শেষে দো'য়া করলে দো'য়া কবুল হয়। (সালাম ফিরানোর আগে)। *[রিয়াদুস স্বালেহীন ১৫০৮, তিরমীযি-৩৪৯৯]*

মুসাফিরের দো'য়া (সফর অবস্থায়) কবুল হয়। *[তিরমীযি-৩৪৪৮]*

রোজাদার ব্যক্তির (রোজা অবস্থায়) দো'য়া কবুল হয়। *[ইবনে মাজাহ-১৭৫২]*

CamScanner